NOV. 15 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ... ৫ ...

দৈনিক ভোরের

ভিসি অপসারণের প্রতিবাদে বিভিন্ন ভার্সিটির প্রক্টরদের পদত্যাগ ॥ বায়েসের রিট, ক্লাস বর্জন, সমাবেশ

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত উপাচার্যবৃন্দকে অপসারণের প্রতিবাদে নিন্দার ঝড় উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শুরু হয়েছে পদত্যাগ ও গণপদত্যাগ। আইনী লড়াইয়ে প্রথম অংশ নিয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপসারিত উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল বায়েস। ক্লাস বর্জন, মৌন মিছিল ও নাগরিকসভার মতো প্রতিবাদ কর্মসূচীর পাশাপাশি চলছে বিবৃতি ও সমালোচনার ঝড়। ঢাকা, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরবৃন্দ পদত্যাগ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ লঙ্ঘনের প্রতিবাদে গণপদত্যাগের ফলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছাড়া প্রশাসনে এখন আর কেউ নেই। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ লঙ্ঘনের প্রতিবাদে বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে নাগরিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে ক্লাস বর্জনের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় মৌন মিছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মামুন-অর-রশীদ জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ লঙ্ঘন করে নির্বাচিত উপাচার্যদের অপসারণের প্রতিবাদে বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এক নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

অবৈধ দখলদার

(প্রথম পাতার পর)

দেখতে চান না। তিনি দলমত নির্বিশেষে অবৈধ অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ দেন।

তিনি সন্ত্রাসবাদ ও অত্যাচারসহ যে কোন ধরনের অপরাধমূলক ঘটনা ঘটলে স্থানীয় পর্যায়েই তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ দেন।

প্রধানমন্ত্রী অপরাধমূলক ঘটনা ঘটার পরপরই তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও তদারকির জন্য সকল পর্যায়ে পরিদর্শন কাজ জোরদার করতে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার প্রতি আহ্বান জানান।

বেগম জিয়া সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের দায়িত্বে অবহেলাকে বরদাশত করা হবে না এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া তিনি পুলিশের ৯৯৯ নম্বরের টেলিফোনকে আরও কার্যকর করার মাধ্যমে প্রয়োজনের সময় জনগণকে তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য করার জন্য পুলিশের প্রতি আহ্বান জানান। এ লক্ষ্যে বেগম জিয়া জনগণের কাছ থেকে সাহায্যের বার্তা রেকর্ড করার ব্যবস্থা নেয়ার জন্যও তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

বৈঠকে স্বরাষ্ট্র সচিব আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। গত এক সপ্তাহে বড় শহর ও নগরগুলোতে ছিনতাই ও অপরাধমূলক ঘটনা অনেক কমেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আইনশৃঙ্খলার ওপর কেবিনেট কমিটির গত বৈঠক ও এই বৈঠকের মধ্যবর্তী সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সম্পর্কেও অবহিত করেন।

এলজিআরডি ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান, গণপূর্ত ও গৃহায়নমন্ত্রী মির্জা আব্বাস, মৎস্য ও পশুপালনমন্ত্রী সাদেক হোসেন খোকা, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিস চৌধুরী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, কেবিনেট সেক্রেটারি আকবর আলী খান, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামাল সিদ্দিকী, স্বরাষ্ট্র সচিব ড. সাদত হোসেন, আইন সচিব আফজাল হোসেন আহমেদ ও পুলিশের মহাপরিদর্শক মুদাব্বের হোসেন চৌধুরী আলোচনায় অংশ নেন।